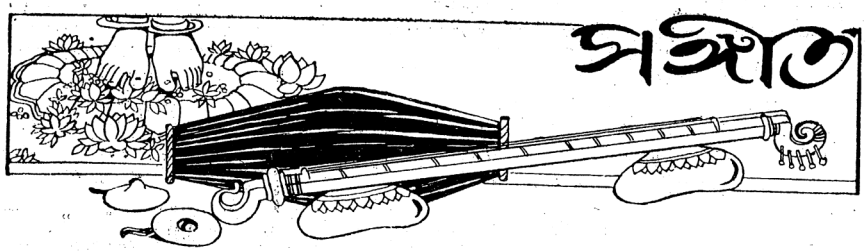

কথা ও সুর ঃ—কাজী নজরুল ইস্‌লাম। স্বরলিপি ঃ—শ্রীজগৎ ঘটক।

পাহাড়ী মিশ্র—দাদ্‌রা

দাঁড়ালে দুয়ারে মোর কে তুমি ভিখারিণী।
গাহিয়া সজল চোখে বেলা শেষের রাগিণী॥
মিনতি ভরা আঁখি, কে তুমি ঝড়ের পাখী
কি দিয়ে জুড়াই ব্যথা, কেমনে কোথায় রাখি',
কোন প্রিয় নামে ডাকি, মান ভাঙাবো মানিনী॥
বুকে তোমায় রাখতে প্রিয় চোখে আমার বারি ঝরে,
চোখে যদি রাখিতে চাই, বুকে ওঠে ব্যথা ভ'রে;
যত দেখি তত হায়, পিপাসা বাড়িয়া যায়,
কে তুমি যাদুকরী, স্বপন-মরু-চারিণী॥

II II গা -া মগা | রা -ঋরা গা | রসা -া -সা | সা -া -া I
দাঁ ০ ড়া০ লে ০০ দু য়া০ ০ রে মো ০ র

[সরা -মপধা ধা -পা -মা]
I (সরা মা মা | -মা -া) মপা | পগা -া মা | গমগরা -সরাঃ -সঃ I
কে০ ০ তু মি ০ ভি০ খা ০ রি ণী০০০ ০০ ০

I গা -া মগা | রা -ঋরা গা | -রসা -া সা | সা -া -া I
গা ০ হি০ য়া ০০ স জ০ ল্ চো খে ০ ০

I সরা মা মা | মা -া মপা | পগা -া মা | গমগা -রা -া I
বে০ ০ লা শে ০ ষের্ রা ০ গি ণী০০ ০ ০

I ঃঋরা -ঋরা -গা | -গসা -া -া II II
০০ ০০ ০ ০ ০ ০

শেষর্ II সা সা সরগা -সরা -গা -পা | পা -পা পা -পা -া -া I
মি ন তি০০ ০০ ০ ০ ভ রা আঁ খি ০ ০

I ক্ষা ক্ষা -ক্ষা -া ক্ষা -ক্ষা | -পা -ক্ষপা গপা মা -গা -া I
কে তু মি ০ ঝ ড়ে র ০০ পা০ খী ০ ০

I মা মা -মা মা মা -া | মা গপা -মগা -রগা -া -া I
কি দি য়ে জু ড়া ই ব্য থা০ ০০ ০০ ০ ০

I গমা গরা ঋরা গা রসা -া | সা -সা -া -া ধ্‌ণা -া I
কে০ ম০ নে০ কো থা০ য়্ রা খি ০ ০ ০ ০

I ণধা -া -সা -া -া -া II
০ ০ ০ ০ ০ ০

তালে II গা -া মগা | রা -ঋরা গা | রসা -া সা | সা -া -া I
কোন্ ০ প্রি০ য় ০০ না মে০ ০ ডা কি ০ ০

I সরা মা মা | মা -া মপা | পগা -া মা | গমগরা -সাঃ -ধ্ঃ II II
মা০ ন্ ভা ঙা ০ বো০ মা ০ নি নী০০০ ০ ০

শেষর্ II সা গা গা -গা গা -গা | গা -গা -া -া -া -া II
বু কে তো মায়্ রাখ্ তে প্রি য় ০ ০ ০ ০

I গমা -মা মা -মা মা -মা | মা -গপা -মগা -রগা -া -া I
চো০ খে আ মার্ বা রি ঝ রে০ ০০ ০০ ০ ০

I গা -পা ক্ষা -পা ক্ষা পা | পা পক্ষা -ধপা -ক্ষপা -মা -া I
চো খে য দি রা খি তে চা০ ০০ ০০ ই ০

I মা মা মা গমা -গমগাঃ -রঃ | রা রগা -সরা -মা -গমগা -রা I
বু কে ও ঠে০ ০০০ ০ ব্য থা০ ০০ ০ ০০০ ০

I -মা -গমগা -রা রগা -গসা -া I
০ ০০০ ০ ভ০ রে ০

I সা -সা গা মা পা পা | স্মা -ধপা -স্মাপা -া -া -া I
য ত দে খি ত ত হা ০ ০ য়্ ০ ০ ০ ০

I প্সা ধা পধা -া -পমা -গা | গা মা মধা পা -া -া I
পি পা সা ০ ০ ০ ০ ০ বা ড়ি য়া ০ যা ০ য়্

I -মা -া -া -গমগা -সা -া | -ণ্‌া -া -া -পধ্‌া -সা -া II
০ ০ ০ ০ ০ ০ ০ ০ ০ ০ ০ ০ ০ ০

তালে I গা -া মগা | রা -ঋরা গা I রসা -া সা | সা -া -া I
কে ০ তু ০ মি ০ ০ যা দু ০ ০ ক রী ০ ০

I সরা মা -মা | মা -া মপা I পগা -া মা | গমগরা -সাঃ ধ্ঃ II II
স্ব ০ প ন ম ০ রু ০ চা ০ রি ণী ০ ০ ০ ০ ০

ঘূর্ণি হাওয়া

শ্রীপ্রভাবতী দেবী সরস্বতী

(১)

"আ মর, গলায় দড়ি, গলায় দড়ি! ওই সোয়ামীর আবার ঘর করিস্, ওরই আবার সেবা করিস্? যাই বলিস্ বাছা, আমি হলে কখ্খনও অমন সোয়ামীর মুখই দেখতুম না, সেবা করা তো দূরের কথা। ওই যে লোকে কথায় বলে না—'যাকে লোকে বল্লে ছি, তার মনুষ্যত্ব রইল কি—' হেন লোক নেই যে না বিশুকে ছি ছি করছে। সত্যিই তো, লোকে বলবে নাই বা কেন, লোকের অপরাধটা কি? বলবার মত কাজ করলেই লোকে বলে থাকে। সেবার গাঁয়ের মধ্যে কি কাণ্ডটাই না করলে, লোকে সকালবেলা যার জন্যে ওর নাম করে না। তার পর দুটি দিন যেতে না যেতে কি না এই কাণ্ড! মা গো—কি প্রবৃত্তি, গলায় একগাছা দড়িও কি জোটে না?"

যাহাকে উদ্দেশ করিয়া কাত্যায়নী এই কথাগুলা বলিয়া গেলেন, সে একটা উত্তরও দিল না, একটীবার মুখও তুলিল না। নীরবে নতমুখে সে বসিয়া রহিল। আর তাহার চোখের জল টপ্‌টপ্ করিয়া ঝরিয়া মাটিটাকেই ভিজাইয়া দিতে লাগিল মাত্র।

কি কথা বলিবে সে, কি লইয়া সে বিবাদ করিবে? একা কাত্যায়নীই নহেন, গ্রামের ছোট বড় সকলের মুখেই সে এই একই কথা শুনিতেছে।

স্বামী তাহার অসচ্চরিত্র, মাতাল; কিন্তু সে দোষ কি তাহার? লোকে তাহাকেই দোষ দেয়—সে যখন স্ত্রী হইয়াছে তখন স্বামীর চরিত্র সংশোধন করিবার ভার তাহার,—কেন সে তাহা করে নাই? বিশ্বপতি না কি প্রথমে বেশ ভালো ছেলেই ছিল, কিন্তু যে পর্য্যন্ত তাহাকে সে বিবাহ করিয়াছে সেই পর্য্যন্ত সে অধঃপাতে গিয়াছে।

সে অনেকেরই মুখে শুনিতে পায়—আজ বিশ্বপতি যে মদকে পরমার্থ জ্ঞান করে, একদিন সে তাহাই অন্তরের সহিত ঘৃণা করিত। চরিত্রহীনকে সে কোন দিনই শ্রদ্ধার চোখে দেখিতে পারে নাই।

সে না কি কিছুতেই বিবাহ করিতে চাহে নাই, কেবলমাত্র মায়ের জিদে পড়িয়াই তাহাকে বিবাহ করিতে হইয়াছে। বিবাহের মাস তিনেক পরেই মা এই মেয়েটীর মাথায় সংসার ও ছেলের ভার চাপাইয়া নিজে অনন্ত পথের যাত্রী হইয়াছেন।

কল্যাণী বিবাহের সময় যে বিশ্বপতিকে দেখিতে পাইয়াছিল আজ তাহার ছায়াই আছে মাত্র; আর আছে মুখে তাহার সেই মৃদু হাসিটুকু মাত্র, যাহা দেখিয়া তাহাকে চেনা যায়। দৈর্ঘ্যে সে তেমনই আছে, এদিকে এমন শীর্ণ হইয়া গেছে যে তাহার হাড় কয়খানি গণিয়া লইতে পারা যায়। বড় বড় দুইটী চোখের নীচে কালি পড়িয়াছে, নাক ও গালের হাড় উঁচু হইয়াছে, মুখখানা লম্বা হইয়া গেছে। রাত্রি জাগরণ তাহার নিত্যকার ব্যাপার, নেশা না করিয়া সে একদিনও থাকিতে পারে না।

কল্যাণীর যখন বিবাহ হইয়াছিল তখন সে নেহাৎ ছেলেমানুষ ছিল না। শৈশবে সে পিতামাতাকে হারাইয়াছিল,—মাসীর নিকটে সে লালিতা পালিতা হইয়াছিল। সেখানে সে নির্ব্বাকে শুধু সংসারের কাজই করিয়া যাইত, সকলেরই অত্যাচার পীড়ন সহ্য করিত। নিজের সত্ত্বা পর্য্যন্ত তাহার ধারণায় জাগে নাই।

বিশ্বপতির মা হঠাৎ একদিন এই মেয়েটীকেই পছন্দ করিয়া ফেলিলেন। কি দেখিয়া যে তাঁহার পছন্দ হইল তাহা তিনিই জানেন। তিনি বিবাহের সমস্ত খরচপত্র দিয়া মেয়েটীকে নিজের ঘরে আনিলেন।

বিশ্বপতি প্রথম দুই একবার আপত্তি করিয়াছিল, কিন্তু তাহার সে আপত্তি টিঁকে নাই। মা তাহার কোন কথা শুনেন নাই,—জোর করিয়াই বলিয়াছিলেন তাহাকে বিবাহ করিতেই হইবে।

তখন কল্যাণীর বয়স ছিল সতের। অনাদরে, অযত্নে মাসীর বাড়ীতে সে বয়সের উপযুক্ত পরিপুষ্টি লাভ করিতে পারে নাই। তখন লোকে তাহাকে দেখিয়া তের চৌদ্দ বৎসরের একটী মেয়ে বলিয়াই ভাবিয়া লইত। বিবাহ হইবার পর মাত্র এক বৎসরের মধ্যে সে এমনভাবে সকল দিকেই পুষ্টিলাভ করিল যাহা দেখিয়া সকলেই আশ্চর্য্য হইয়া গেল।

সে আজ পাঁচ বৎসর পূর্ব্বের কথা। পাঁচ বৎসর পূর্ব্বে যে মেয়েটী নববধূ হইয়া সসঙ্কোচে এই বাড়ীতে প্রবেশ করিয়াছিল সেই আজ গৃহিণী হইয়াছে।

এই পাঁচ বৎসরের মধ্যে বিশ্বপতি এমন অধঃপতনের মধ্যে নামিয়া গিয়াছে, যেখান হইতে তাহাকে টানিয়া তোলা কল্যাণীর পক্ষে একেবারে দুঃসাধ্য।

কিন্তু তথাপি সে চেষ্টা করে নাই কি? সে অনেক চেষ্টা করিয়াছিল, সবই ব্যর্থ হইয়া গেছে। সজল নয়নে সে যখন অনুরোধ করিত "আর ও-সব ছাই-পাঁশ খেয়ো না, আমার মাথা খাও; এদিকে জমীজমা যা একটু আছে সবই গেল। এদিকে আর সব যে যায়—এসব একটু দেখ।" তখন বিশ্বপতি কেবল হাসিত, উত্তর দিত, "সব দিকেই আমার নজর আছে রাঙা বউ, ভেব না কোন দিকে নজর দেই নে, কাজেই দশ ভূতে সব লুটে খাচ্ছে। বিষয়-সম্পত্তি জমীজমার দিকে একটা চোখ সদাই পড়ে আছে রাঙাবউ, বিশ্বপতি এমন নেশা করে না যাতে সব ঘুচাতে হবে।"

কিন্তু সে সর্ব্বদা একটা চোখ জমীজমার দিকে ফেলিয়া রাখিলেও সংসারের আয় ক্রমেই কমিয়া যাইতে লাগিল। সব গিয়া আজ একটী কুড়ি বিঘা জমী ও একটী ফলের বাগানই মাত্র অবশিষ্ট পড়িয়া আছে। কল্যাণীর অলঙ্কারগুলির কিছুই আজ নাই। হাতে কেবল মাত্র দুইটী শাঁখা তাহার আয়ত্ত রক্ষা করিতেছে।

পাড়ার বর্ষীয়সী মেয়েরা সদুঃখে বলিতেন, "গয়না-গুলো পর্য্যন্ত ওই হতভাগাটাকে ধরে দিলে বউমা, আখেরের কথাটা ভেবে দেখেছ কোন দিন? ও যে রকম লক্ষ্মীছাড়া তাতে কিছু রাখবে না। এর পরে হয় তো গাছতলায় মালা হাতে বসতে হবে। একমুঠো ভাতের জন্যে এর পরে লোকের দোরে দোরে ঘুরতে হবে যে—"

কল্যাণী প্রায়ই জবাব দিত না। যদি কখনও জবাব দিত—বলিত "গয়নায় আমার দরকারই বা ? যাঁর